রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৫, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৫ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৮(মুঃপ্রঃ) ।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩০ বৈশাখ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৩ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল ।

অধ্যাদেশ নং ১৮, ২০০৮

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধানাবলী প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধানাবলী প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ **জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০০৮** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ;

(খ) **"জাতীয় পরিচয়পত্র"** অর্থ কোন নাগরিককে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্র;

(গ) **"জাতীয় পরিচিতি নম্বর [National Identification Number (NID)]"** অর্থ জাতীয় পরিচয়পত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর;

(ঘ) **"তথ্য-উপাত্ত"** অর্থ জাতীয় পরিচয় নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে কোন নাগরিকের নিকট হইতে সংগৃহীত এক বা একাধিক তথ্য-উপাত্ত, এবং তাহার বায়োমেট্রিকস ফিচারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"তহবিল"** অর্থ ধারা ২২ এ বর্ণিত 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ তহবিল';

(চ) **"নাগরিক"** অর্থ প্রচলিত আইনের অধীন বাংলাদেশের কোন নাগরিক;

(ছ) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(জ) **"প্রবিধান"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) **"বায়োমেট্রিকস ফিচার (Biometrics Feature"** অর্থ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য, যথা ঃ—

(অ) আঙ্গুলের ছাপ (Finger Print),

(আ) হাতের ছাপ (Hand Geometry),

(ই) তালুর ছাপ (Plam Print),

(ঈ) চক্ষুর কনীনিকা (Iris),

(উ) মুখাবয়ব (Facial Recognition),

(ঊ) ডি এন এ (Deoxyribonucleic acid),

(ঋ) স্বাক্ষর (Signature); এবং

(এ) কণ্ঠস্বর (Voice);

(ঞ) **"বিধি"** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) **"সদস্য"** অর্থ কর্তৃপক্ষের কোন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ঠ) **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, কার্যালয়, দায়িত্ব, ইত্যাদি

৩। **জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই অধ্যাদেশ জারীর পর যথাশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহা ইংরেজীতে 'National Identities Registration Authority (NIRA)' নামে অভিহিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, দখল, ব্যবহার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে বা ইহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ও দায়িত্ব অর্পণ**।—(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে সরকার যে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষের এক বা একাধিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও দায়িত্ব**।—কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান;

(খ) জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাইকরণ ও সংরক্ষণ;

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন দপ্তরসমূহ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন;

(চ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

(ছ) বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(জ) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং এই লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ইত্যাদি আয়োজন;

(ঝ) এই অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষংগিক কার্যাবলী সম্পাদন; এবং

(ঞ) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।—কর্তৃপক্ষ, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ইহার এক বা একাধিক ক্ষমতা বা দায়িত্ব নির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান, সদস্য বা ইহার কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭। **ফি আদায়**।—এই অধ্যাদেশের অধীন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে ফি আদায় করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা, পরামর্শক, ইত্যাদি

৮। **কর্তৃপক্ষের সদস্য ও চেয়ারম্যান**।—(১) একজন চেয়ারম্যান এবং অনধিক চার জন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) সরকারের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৫) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তাহারা, ক্ষেত্রমত, বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করিবেন।

৯। **কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—কর্তৃপক্ষ, ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **পরামর্শক নিয়োগ।**—কর্তৃপক্ষ ইহার বিশেষ কোন কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, ইত্যাদি

১১। **জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান।**—একজন নাগরিককে কেবল একটি জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা যাইবে।

১২। **পরিচয় নিবন্ধন।**—(১) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির জন্য একজন নাগরিককে পরিচয় নিবন্ধন করিতে হইবে।

(২) পরিচয় নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

১৩। **কতিপয় সেবা গ্রহণে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কতিপয় নির্দিষ্ট সেবা বা নাগরিক সুবিধা পাইবার ক্ষেত্রে, বা অন্যবিধ ক্ষেত্রে, নাগরিকগণকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন ও উহার অনুলিপি দাখিলের ব্যবস্থা চালু করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচয় বা শনাক্তকরণ, ইত্যাদির জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন, কিংবা ক্ষেত্রমত, জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) পাসপোর্ট প্রাপ্তি ও নবায়ন;

(খ) ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন;

(গ) ট্যাক্স পেয়ার আইডেনটিফিকেশন নম্বর (TIN) প্রাপ্তি;

(ঘ) চাকুরীর জন্য আবেদন;

(ঙ) বিজনেস্ আইডেনটিফিকেশন নম্বর (BIN) প্রাপ্তি;

(চ) ব্যাংক হিসাব খোলা;

(ছ) বিভিন্ন ব্যাংক হইতে ঋণ প্রাপ্তি;

(জ) সরকারি বিভিন্ন ভাতা উত্তোলন;

(ঝ) স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়;

(ঞ) ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি;

(ট) যানবাহন রেজিস্ট্রেশন;

(ঠ) বিভিন্ন বীমা স্কীমে অংশগ্রহণ;

(ড) বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন;

(ঢ) বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটার শনাক্তকরণ;

(ণ) গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ;

(ত) টেলিফোন ও মোবাইল ফোন সংযোগ গ্রহণ;

(থ) সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকী, সাহায্য, সহায়তা প্রাপ্তি;

(দ) শেয়ার আবেদন ও বিও একাউন্ট (Beneficiary Ownership Account) খোলা।

(৩) বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় সাধারণভাবে নাগরিকগণের অনুকূলে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপন জারি বা ব্যবস্থা চালু করা যাইবে না।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন, কিংবা ক্ষেত্রমত, জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিল করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাইবে না এবং জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিবার কারণে কোন নাগরিককে নাগরিক সুবিধা পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

১৪। **তথ্য-উপাত্তের জন্য আবেদন**।—প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত পাইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

১৫। **জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে তথ্যাদি সংরক্ষণ**।—জন্ম বা মৃত্যু সম্পর্কে তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে হালনাগাদ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৬। **জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন**।—কোন ব্যক্তির অনুকূলে যে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত তথ্য-উপাত্তের সংশোধনের প্রয়োজন হইলে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা সংশোধন করা যাইবে।

১৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে নতুন পরিচয়পত্র প্রদান**।—কোন নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র হারাইয়া গেলে বা অন্যভাবে নষ্ট হইয়া গেলে তিনি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নতুন পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

১৮। **জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল**।—কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব অবসান হইলে তাহার জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত জাতীয় পরিচয়পত্রে জাতীয় পরিচিতি নম্বর অন্য কাহারো জাতীয় পরিচয়পত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

চুক্তি, ঋণ গ্রহণ, প্রতিবেদন, ইত্যাদি

১৯। **চুক্তি সম্পাদন**।—(১) কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক চুক্তি কর্তৃপক্ষের পক্ষে চেয়ারম্যান অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য বা কর্মকর্তা সম্পাদন করিতে পারিবে।

২০। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনবোধে, কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১। **প্রতিবেদন পেশ**।—(১) প্রতি পঞ্জিকা বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক উক্ত পঞ্জিকা বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের তহবিল, বাজেট, ইত্যাদি

২২। **কর্তৃপক্ষের তহবিল**।—(১) "জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ তহবিল" নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা মঞ্জুরী;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত ফি;

(ছ) কর্তৃপক্ষের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(জ) সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদিসহ উহার প্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষের তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকিলে, সরকারের নির্দেশ অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

২৩। **বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে ও নিয়মে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় প্রদর্শনপূর্বক উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে, উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৪। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্তৃপক্ষ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড ও আপিল

২৫। **মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য দণ্ড**।—কোন ব্যক্তি জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোন মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

২৬। **একাধিক জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করিবার দণ্ড**।—কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে একাধিক জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণ করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

২৭। **জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য বিকৃত অথবা নষ্ট করিবার দণ্ড**।—কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত কোন তথ্য বিকৃত অথবা নষ্ট করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

২৮। **জাতীয় পরিচয়পত্র জাল করিবার দণ্ড**।—(১) কোন ব্যক্তি জাতীয় পরিচয়পত্র জাল করিলে বা জ্ঞাতসারে উক্তরূপ পরিচয়পত্র বহন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি জাতীয় পরিচয়পত্র জাল করিবার কাজে সহায়তা বা উক্তরূপ পরিচয়পত্র বহনে প্ররোচনা দিলে তিনি অনূর্ধ্ব সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

২৯। **অপরাধ আমলে গ্রহণ**।—(১) ধারা ২৫, ২৬ ও ২৭ এ বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য এবং জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ধারা ২৮ এ বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অপরাধসমূহ বিচারের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলী অনুসরণীয় হইবে।

৩০। **কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব অবহেলার দণ্ড**।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে ও অসৎ উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে পালন না করিলে তৎকর্তৃক কৃত অপরাধের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, তবে উক্তরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে ও অসৎ উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কোন তথ্য-উপাত্ত বিনষ্ট বা বিকৃত করিলে তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। **আপিল**।—কর্তৃপক্ষের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৩২। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—এই অধ্যাদেশ বা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৩। **জনসেবক**।—চেয়ারম্যান, বা কোন সদস্য, বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ "Public servant" (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৪। **কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা প্রদান**।—সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, ইত্যাদি এবং বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, কমিশন, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৩৫। **কোন বিধানের প্রয়োগ স্থগিতকরণের ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের প্রয়োগ স্থগিত করিতে পারিবে।

৩৬। **বিশেষ বিধান**।—(১) নির্বাচন কমিশন তৎকর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত, ইত্যাদি এই অধ্যাদেশের অধীন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর উহার নিকট হস্তান্তর করিবে এবং হস্তান্তরিত তথ্য-উপাত্ত, ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিতরণকৃত পরিচয়পত্র কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন জাতীয় পরিচয়পত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সাধারণভাবে বাংলাদেশের কোন নাগরিককে তাহার স্থায়ী ঠিকানায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে নিবন্ধন করা হইবে এবং উক্ত ঠিকানা অনুযায়ী জাতীয় পরিচিতি নম্বর প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের কোন নাগরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে যে ঠিকানায় ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে উক্ত স্থানেই তাহাকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে নিবন্ধন করা যাইবে এবং সেই ঠিকানা অনুযায়ী জাতীয় পরিচিতি নম্বর প্রদান করা যাইবে।

নবম অধ্যায়

বিধি, প্রবিধান, নির্দেশ, ইত্যাদি

৩৭। **সরকারের নির্দেশ**।—এই অধ্যাদেশের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার সময় সময় কর্তৃপক্ষকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করিবে।

৩৮। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন দপ্তরসমূহ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের পদ্ধতি;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বাতিলের পদ্ধতি;

(গ) ফি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত পদ্ধতি;

(ঙ) নির্বাচন কমিশন হতে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য-উপাত্ত হস্তান্তরের পদ্ধতি; এবং

(চ) আপিলের পদ্ধতি।

৪০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) জাতীয় পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাইকরণ, নিবন্ধন ও সংরক্ষণের পদ্ধতি;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহকরণ পদ্ধতি;

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পদ্ধতি;

(ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের পদ্ধতি; এবং

(ঙ) পরামর্শক নিয়োগের পদ্ধতি।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ৩০ বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ / ১৩ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।